তারিখ 27 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষক : ধর্মঘটে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

খোলা থাকলেও কাজ বন্ধ ছিল।

আন্দোলনকারী সরকারি কলেজ শিক্ষকরা জানান, বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই ক্যাডারভুক্ত হয়েছেন তারা। কিন্তু কলেজ জাতীয়করণ করা হলেই শিক্ষকরা বিসিএস না দিয়ে সরাসরি ক্যাডারের মর্যাদা পান। এ নিয়ে প্রথম থেকেই ক্ষুব্ধ বিসিএস শিক্ষকরা। তাদের দাবি, ওইসব শিক্ষককে নন-ক্যাডারই রাখতে হবে।

রাজধানীর বিভিন্ন সরকারি কলেজের শিক্ষকদের গতকাল শিক্ষা ভবনে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বিকেলে মাউশি মহাপরিচালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি ও সরকারি কবি নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার, মহাসচিব ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবির চৌধুরী। তারা সংবাদকে জানান, সব শিক্ষকই কর্মবিরতি পালন করছেন।

প্রফেসর আইকে সেলিম উল্লাহ খন্দকার গতকাল বিকেলে সংবাদকে জানান, 'সকাল থেকে দেশের সব সরকারি কলেজেই কর্মবিরতি পালন হয়েছে। শিক্ষকরা ক্লাসে যায়নি। সব কলেজেই ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। মাউশি, বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও অন্য সব প্রতিষ্ঠানে অফিসিয়াল কার্যক্রমও বন্ধ আছে।'

তিনি বলেন, 'আমরা যার যার প্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রতিবাদ সভা করছি। আজও একই কর্মসূচি পালন করা হবে।'

সমিতির মহাসচিব শাহেদুল খবির চৌধুরী সংবাদকে বলেন, ' দেশে বর্তমানে ১৫ হাজারের বেশি ক্যাডারভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। এবার ২৮৩ কলেজ জাতীয়করণ হওয়ার পরে আরও প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষক ক্যাডারভুক্ত হবেন। অতীতেও এভাবেই কলেজ জাতীয়করণের পর শিক্ষকদের সরাসরি ক্যাডারের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আমাদের প্রতিবাদ ও আপত্তি আমলে নেয়া হয়নি। এজন্য এবার জোরালো আন্দোলনে নেমেছেন শিক্ষকরা।'

শাহেদুল খবির চৌধুরী বলেন, 'আমরাও চাই কলেজ জাতীয়করণ হোক। বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাও আমাদের মতো দিলে সমস্যা নেই। কিন্তু ওইসব শিক্ষককে নন-ক্যাডার মর্যাদায় রাখতে হবে, তাদের বদলি করা যাবে না এবং পদোন্নতির পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। তা না হলে ক্যাডার শিক্ষকদের অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।'

সমিতির নেতারা জানান, 'শিক্ষানীতি ২০১০ অনুযায়ী কলেজ জাতীয়করণের পর নিয়োগ করা শিক্ষকদের জন্য নতুন বিধিমালা করতে হবে। জাতীয়করণের এই সমস্যার ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে, শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা চাই নতুন নিয়োগকৃত শিক্ষকদের জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হোক। জাতীয়করণ করা কলেজের নন-ক্যাডার শিক্ষকদের নিজ নিজ কলেজ থেকে অন্যত্র বদলি না করার আহ্বানও জানান নেতারা।'

শিক্ষক নেতারা বলেন, বেসরকারি থেকে জাতীয়করণ হওয়া কলেজগুলোতে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য পৃথক নিয়োগ, পদায়ন জ্যেষ্ঠতা, পদোন্নতি ও পরিচালনাসহ চাকরির শর্ত নির্ধারণ করে নীতিমালা প্রণয়ন করা দরকার, যাতে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে যোগদান করা কর্মকর্তাদের স্বার্থ ও মর্যাদা কোনভাবেই ক্ষুণ্ন না হয়। এখন জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকেরা যদি সরাসরি ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হন, তাহলে বিদ্যমান বিসিএস শিক্ষক ক্যাডারের কর্মকর্তারা জ্যেষ্ঠতা হারাবেন। এর ফলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের মেধাবী শিক্ষকরাও মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন।

এ ব্যাপারে জাতীয়করণ করা কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি জহুরুল ইসলাম বলেন, '১৯৭৮ সাল থেকে কলেজ জাতীয়করণ হচ্ছে। এই সরকারের আমলেও বেশকিছু কলেজ জাতীয়করণ হয়েছে। এতদিন ক্যাডার হিসেবেই নিয়োগ পেয়ে আসছে শিক্ষকরা। এখন যদি নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো হয় তাহলে আমরা আইনের আশ্রয় নেবো।'

জানা গেছে, দেশে মোট উপজেলা ৪৮৯টি। এর মধ্যে সরকারি কলেজ রয়েছে ১৬১টি উপজেলায়। বাকি ৩২৮টি উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই। সরকারি কলেজ নেই-এই ধরনের ৩২১টি উপজেলায় একটি করে বেসরকারি কলেজকে জাতীয়করণ করছে সরকার। ইতোমধ্যে বিগত প্রায় আট বছরে অর্ধশত কলেজের জাতীয়করণ প্রক্রিয়া পুরোপুরি সম্পন্ন হয়েছে।

সর্বশেষ গত এপ্রিলে ২৮৩টি কলেজ জাতীয়করণ করার ঘোষণা দেয়া হয়। এর আগে ১৯৭৮ সালের পর থেকে বিভিন্ন সময় কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। তখন থেকেই এসব কলেজের শিক্ষকরা ক্যাডার মর্যাদা পেয়ে আসছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নতুন করে সরকারিকরণ করা কলেজগুলোর শিক্ষকদের কী মর্যাদা দেয়া হবে তা এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। বিসিএস শিক্ষকরা ওইসব শিক্ষকদের আত্তীকরণ নিয়ে সুস্পষ্ট বিধিমালা প্রণয়নের দাবি জানিয়ে আসছেন।

বিসিএস শিক্ষা সমিতির নেতা ড. আবদুল কুদ্দুস সিকদার বলেন, 'বিসিএস ছাড়া ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করলে শুধু শিক্ষা ক্যাডারই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, শিক্ষা ব্যবস্থাসহ গোটা দেশের জন্যই হবে এটা ভয়ানক ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত।'